গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৮, শ্রাবন, ১৪১৬

নং-খাদুব্যম/ত্রাক-৩/৩৭-নীতিমালা/২০০৯(অংশ-২)/৩৩৮ তারিখঃ -----------------
১২, আগস্ট, ২০০৯

পরিপত্র

বিষয়ঃ জি.আর. চাল/খাদ্যশস্য বরাদ্দ/বন্টনের নীতিমালা।

কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকান্ড, বন্যা, ভূমিকম্প, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয় অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ দুই বা ততোধিক কিসিত্মতে মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের অনুকূলে ছাড় করবে। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর দেশের বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে উক্ত ছাড়কৃত বরাদ্দ হতে থোক হিসেবে জি.আর চাল/খাদ্যশস্য বরাদ্দ করবে। জেলা প্রশাসকগণ উক্ত থোক বরাদ্দ থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে জি.আর চাল/খাদাশস্য নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ/বন্টন করবেনঃ-

১। কালবৈশাখী/ঘূর্ণিঝড়/অগ্নিকান্ড/বন্যা/নদীভাঙ্গন/জলোচ্ছ্বাস/ভূমিকম্প ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দুঃসহ ব্যক্তি/পরিবারের তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে পরিবার প্রতি এককালীন সর্বোচ্চ ২০(বিশ) কেজি খাদ্যশস্য (চাল/গম) নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে বিতরণ/বন্টন করা যাবেঃ-

(ক) দরখাসন্ত/আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য/সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা চেয়ারম্যান/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভার মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে ;

(খ) উপরোক্ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যতিরেকে সাধারণভাবে কোন পরিবারের প্রধান/কর্তাকে কোনভাবেই জি.আর চাল/খাদ্যশস্য প্রদান করা যাবে না।

২। (ক) কালবৈশাখী/ঘূর্ণিঝড়/অগ্নিকান্ড/বন্যা/নদীভাঙ্গন/জলোচ্ছ্বাস/ভূমিকম্প/বজ্রপাত/নৌকা/লঞ্চ/ট্রলার ডুবি/সড়ক দুর্ঘটনা সহ যে কোন মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগে কোন ব্যক্তি অকাল মৃত্যুবরণ করলে এবং মৃত ব্যক্তির পরিবার অস্বচ্ছল হলে জেলা প্রশাসক মৃত ব্যক্তির পরিবার প্রতি বিশেষ বিবেচনায় ০.৫০০(শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য শূন্য) মেঃ টন জি.আর. চাল/খাদ্যশস্য বরাদ্দ করবে।

(খ) কালবৈশাখী/ঘূর্ণিঝড়/অগ্নিকান্ড/বন্যা/নদীভাঙ্গন/জলোচ্ছ্বাস/ভূমিকম্প/বজ্রপাত/নৌকা/লঞ্চ/ট্রলারডুবি/সড়ক দুর্ঘটনায় আহতসহ যে কোন মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিগ্রসত্ম ব্যক্তি/পরিবারবর্গকে বিশেষ বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ৫০০ (পাঁচশত) কেজি জি.আর চাল/খাদ্যশস্য বরাদ্দ করবেন।

৩। বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী এতিমখানা/লিল্লাহবোর্ডিং/শিশুসদন/অনাথ আশ্রম/মুসাফিরখানা/বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে (যথাঃ-ইছালে ছাওয়াব, ওরশ মাহফিল/নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান/কঠিন চিবরদানসহ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান) আগতদের আহার্য বাবদ জেলা প্রশাসকের থোক বরাদ্দ হতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে সরাসরি জি.আর চাল/খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা যাবেঃ-

(ক) এতিমখানা/লিল্লাহবোর্ডিং/শিশু সদন/অনাথ আশ্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আবেদনে অবশ্যই ছাত্রছাত্রী/নিবাসীর সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে ;

(খ) কোন প্রতিষ্ঠানকে কোন অবসহাতেই বাৎসরিক ৩.০০ (তিন) মেঃ টন চাল/খাদ্যশস্যের অধিক বরাদ্দ করা যাবে না;

(গ) প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হতে হবে।

(ঘ) জেলা প্রশাসকের থোক বরাদ্দ থেকে সরাসরি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে (যথাঃ- ইছালে ছাওয়াব, ওরশ মাহফিল/নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান/কঠিন চিবর দানসহ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান) আগতদের আহার্য বাবদ সর্বোচ্চ ৩.০০(তিন) মেঃটন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করতে পারবেন।

(ঙ) এ ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি অথবা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রত্যয়ন/সুপারিশের প্রয়োজন হবে।

৪। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী জেলা/নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক জি.আর চাল/খাদ্যশস্য সরাসরি বরাদ্দ প্রদান করতে পারবেন। নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যের আবেদন করতে হবে। মাননীয় সংসদ সদস্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে যে সকল বরাদ্দ প্রদান করা হবে তা' জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে বিতরণ/বন্টন করবেন।

৫। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জি.আর চাল/খাদ্যশস্যের মঞ্জুরী আদেশ ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের অনুকূলে জারী করার পর ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট বিভাজন/আদেশ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ আদেশ জারী করবে। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় বিশেষ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অনুকুলে সরাসরি বরাদ্দ আদেশ জারী করবেন।

৬। উপরোক্ত ২ ও ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবেদনপত্রসমূহে উপসহাপিত তথ্যাদি অসত্য প্রমাণিত হলে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবসহা গ্রহণ করা হবে।

৭। জেলার থোক বরাদ্দ থেকে জি.আর.চাল/খাদ্যশস্য বরাদ্দের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক উপযুক্ত কর্মকর্তা দ্বারা দরখাস্তের তথ্য-উপাত্তের যথার্থতা যাচাই করবেন। ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণে বরাদ্দের পরও জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্টদের অবহিত রেখে বরাদ্দ বাতিল করবেন।

৮। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয় জি.আর. চাল/ খাদ্যশস্যের থোক বরাদ্দ মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর বরাবরে জারীর নির্দেশ প্রদান করবে। থোক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর জেলার জনসংখ্যা, অনগ্রসরতা ও প্রাপ্যতা অনুসরণে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ আদেশ জারী করবে।

৯। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তাঁর মজুদ হতে এ নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দ পত্রের বিপরীতে জি.আর চাল/খাদ্যশস্য সরবরাহ/বিতরণ করে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে বিতরণ বিবরণী দাখিল করবেন।

১০। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে থোক বরাদ্দ দেয়ার পর বরাদ্দকৃত ত্রাণ/খাদ্যশস্য যথাযথ বিতরণ/ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিকট হতে ব্যবহৃত ত্রাণ সামগ্রীর হিসাব/মাষ্টার রোল পরীক্ষা ও সংরক্ষণ করবেন।

১১। জেলা প্রশাসকের অনুকূলে থোক বরাদ্দকৃত জিআর চাল/খাদ্যশস্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তা পুনর্ভরনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানাবেন। অধিদপ্তর চাহিদার যথার্থতা/গুরুত্ব/পূর্বে খরচের সঠিকতা ইত্যাদিসহ মজুদ বিবেচনায় পুনর্ভরণের থোক বরাদ্দ প্রদান করবে। বরাদ্দকৃত গম, চাল/খাদ্য শস্যের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা' মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন। জিআর চাল/গম খাদ্যশস্যের যে কোন অপচয়, অনিয়ম, আত্মসা রোধে সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক ও মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

১২। অব্যয়িত জি.আর চাল/খাদ্যশস্য ৩০শে জুনের অব্যবহিত পরেই যথানিয়মে সরকারী কোষাগারে জমা/সমর্পণ করতে হবে।

১৩। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে সরকারী মঞ্জুরী আদেশ জারী করবেন এবং হিসাব সংরক্ষণ করবেন। মঞ্জুরী আদেশের একটি কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

১৪। সরকার পরিস্থিতি বিবেচনায় এই পরিপত্রের যে কোন অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করতে পারবে।

১৫। এ আদেশ/পরিপত্র অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পূর্বের জারীকৃত আদেশ/পরিপত্র বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।

(মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ)
যুগ্ম-সচিব (দুঃ ব্যঃ)।

নং-খাদুব্যম/ত্রাক-৩/৩৭-নীতিমালা/২০০৯(অংশ-২)/৩৩৮/১/(১৪২৫) তারিখঃ ১২/০৮/ ২০০৯ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হ'লঃ-
(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার ....(সকল)।
৬। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
৮। জেলা প্রশাসক .... (সকল)।
৯। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। মেয়র এর একামন্ত সচিব, ...সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। উপজেলা চেয়ারম্যান, ... (সকল)।
১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল)।
১৪। মেয়র, পৌরসভা, ... (সকল)।
১৫। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ...(সকল)।
১৬। যুগ্ম-সচিব(দুঃব্যঃ)/উপ-সচিব(ত্রাক-১/২)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(সায়লা ফারজানা)
সিনিয়র সহকারী সচিব(ত্রাক-৩)।